মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৩৩২৪

পর্ব-১৩: বিবাহ (كتاب النكاح)

পরিচ্ছেদঃ ১৫. প্রথম অনুচ্ছেদ - ‘ইদ্দত

بَابُ الْعِدَّةِ

আরবী

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ الشَّعِيرَ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ» فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ: «تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي» . قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ: «أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ: «انْكِحِي أُسَامَةَ» فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: «فَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا»

বাংলা

৩৩২৪-[১] আবূ সালামাহ্ (রহঃ) ফাত্বিমাহ্ বিনতু কয়স (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তার স্বামী আবূ ’আমর ইবনু হাফস্ তাকে চূড়ান্ত তালাক দেয়, ঐ সময়ে সে মদীনায় উপস্থিত ছিল না। অতঃপর স্বামীর ওয়াকীল (প্রতিনিধি : আইয়্যাস ইবনু আবূ রবী’ এবং হারিস ইবনু হিশাম) আমার নিকট কিছু যব নিয়ে আসে, যাতে আমি (অতি নগণ্য মনে করে) অসন্তোষ হই। ওয়াকীল বলল, আল্লাহর কসম! আমাদের নিকট তোমার আর কিছুই পাওনা নেই। (কারণ, তুমি ত্বলাক (তালাক)ে বায়িনপ্রাপ্তা অর্থ বাবদ যব ছাড়া আর কিছুই রেখে যায়নি) এতে ফাতিমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে অভিযোগ করলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমার কোনো খোরাকি খরচ নেই। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে উম্মু শরীক-এর ঘরে ’ইদ্দত পালনের নির্দেশ দেন। কিন্তু পরক্ষনেই বললেন, ঐ রমণীর ঘরে তো লোকজনের চলাচল

বেশি হয় (অত্যন্ত দানশীলা ও অতিথিপরায়ণতার জন্য)। বরং তুমি ইবনু উম্মি মাকতূম-এর ঘরে ’ইদ্দত পালন কর, সে অন্ধ ব্যক্তি বিধায় তুমি নির্দ্বিধায় গায়ের পোশাক ছাড়তে পারবে। অতঃপর যখন তোমার ’ইদ্দতকাল শেষ হবে, তখন আমাকে খবর দিবে।

ফাতিমা (রাঃ) বলেন, আমার ’ইদ্দতকাল শেষ হলে আমি তাঁকে জানালাম যে, মু’আবিয়াহ্ ইবনু আবূ সুফ্ইয়ান ও আবূ জাহ্ম (রাঃ)উভয়ে আমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব (’ইদ্দত শেষে) পাঠিয়েছে। তদুত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আবূ জাহম তো তার কাঁধ হতে লাঠি নামিয়ে রাখে না (তথা সে স্ত্রীকে অত্যধিক মারধর করে অথবা অধিকাংশ সময় সফরে থাকে)। আর মু’আবিয়াহ্ তো দরিদ্র মানুষ, তার কোনো সহায়-সম্পত্তি নেই। তুমি উসামাহ্ ইবনু যায়দগুকে বিয়ে কর (দীনদারী ও স্বভাব-চরিত্রতায় উত্তমতায় প্রাধান্য দাও)। ফাতিমা (রাঃ) বলেন, আমি তাকে বিয়ে করব না (উসামাহ্ কৃষ্ণবর্ণ ক্রীতদাস পুত্র হওয়ার কারণে)। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুনরায় উসামাকে বিবাহ করতে বললে তিনি তাকেই বিয়ে করলেন। আল্লাহ তা’আলা এ বিয়েতে এমন বরকত দিলেন যে, অন্য রমণীরা ঈর্ষা পোষণ করত।

অপর বর্ণনায় আছে, আবূ জাহ্ম স্ত্রীকে অতিমাত্রায় মারধর করত। (মুসলিম)[1]

অপর বর্ণনায় আছে যে, তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিলে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অভিযোগ করলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমার কোনো খোরাকী নেই, তবে তুমি গর্ভবতী হলে পেতে।

ফুটনোট

[1] সহীহ : মুসলিম ১৪৮০, আবূ দাঊদ ২২৮৪, নাসায়ী ৩২৪৫, আহমাদ ২৭৩২৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪০৪৯।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ) অর্থাৎ তিনি তাকে আবশ্যক কার্যকর তালাক দেন। আবশ্যক কার্যকর তালাক বলতে এমন তালাক বুঝানো হয়েছে যারপর স্ত্রীকে রাখার কোনো সুযোগ থাকে না। তাই এখানে তিন তালাক অথবা তৃতীয় তালাক বুঝানো হয়েছে। হাদীসটির বর্ণনা বিভিন্নভাবে এসেছে। উল্লেখিত বর্ণনায় (طلقها البتة)। কোনো কোনো বর্ণনায় (طلقها ثلاثا) অর্থাৎ তিনি তাকে তিন তালাক দেন। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় : (طلقها اخر ثلاث تطليقات) অর্থাৎ তিন ত্বলাকের শেষ তালাক দেন। আবার কোনো বর্ণনায় (طلقها طلقة كانت بقية من طلاقها) অর্থাৎ তিনি তাকে এক তালাক যা তার ত্বলাকের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল। আবার কোনো বর্ণনায় البتة বা সংখ্যা শব্দের উল্লেখ ছাড়া কেবল তালাক দেয়ার কথা রয়েছে। অতএব বর্ণনাগুলোর সামঞ্জস্য বিধান হলো, তিনি ইতোপূর্বে দুই তালাক দিয়েছিলেন। শেষবার তিন নম্বর তালাকটি দেন। এতে সকল বর্ণনার সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়। যে বর্ণনায় শুধু ত্বলাকের কথা রয়েছে অথবা এক তালাক বা তিন ত্বলাকের শেষ তালাক এগুলো স্পষ্ট। আর যিনি আবশ্যক ত্বলাকের কথা বর্ণনা করেন, তার কথার উদ্দেশ্য হলো তিনি এক তালাক দিয়েছেন। এর

মাধ্যমে পূর্বের তালাকসহ তিন তালাক হয়ে সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়ে গেছে। আর যিনি বলেছেন তিন তালাক তার কথার উদ্দেশ্য তিন পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়া। (শারহে মুসলিম ৯/১০ খন্ড, হাঃ ১৪৮০)

(لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ) তোমার জন্য কোনো খোরাকী নেই, অর্থাৎ তুমি ‘ইদ্দত পালনকালে স্বামীর পক্ষ থেকে তুমি খোরাক পাওয়ার অধিকার রাখো না।

তালাকপ্রাপ্তা নারী ‘ইদ্দত পালনকালে খোরাকী ও বাসস্থান পাওয়ার অধিকারী হবে কিনা- এ ব্যাপারে ‘আলিমদের মতামত হলো, যদি তালাক রজ্‘ঈ হয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে নারী খোরাকী পাওয়ার অধিকারী থাকবে। এভাবে যদি তালাক বায়িনাহ্ হয় এবং তালাকপ্রাপ্তা নারী গর্ভবতী হয় তবে ‘ইদ্দতকালীন সময়ে নারী বাসস্থান ও খোরাকী পাবে। কেননা আল্লাহ তা‘আলা তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী নারীর বেলায় বলেন, وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ‘‘যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে সন্তানপ্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে।’’ (সূরা আল আন্‘আম ৬ : ৬৫)

আর যদি নারী ত্বলাকে বায়িনাহ্প্রাপ্তা হয় এবং গর্ভবতী না হয়- এ ব্যাপারে ‘আলিমগণ মতানৈক্য পোষণ করেন। ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর মতে উক্ত নারী খোরাক বা বাসস্থান কিছুই পাবে না। বর্ণিত হাদীসটি তিনি এবং তাঁর অনুসারীদের দলীল।

ইমাম শাফি‘ঈ (রহঃ) বাসস্থান পাবে; কেননা তা কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ
‘‘তোমরা তোমাদের সামর্থ্যনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্যে সেরূপ গৃহ দাও।’’ (সূরা আল আন্‘আম ৬ : ৬৫)

বর্ণিত আয়াত মোতাবেক বাসস্থানের জন্য গৃহ দিতে হবে, তবে খোরাক দিতে হবে না। কেননা খোরাক প্রদান আল্লাহ তা‘আলা গর্ভবতী হওয়ার সাথে নির্ধারণ করেছেন। যেমন উপরে আমরা দেখেছি, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘‘যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে সন্তানপ্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে।’’ এর দ্বারা বুঝা যায় যে, গর্ভবতী না হলে খোরাক দেয়ার প্রয়োজন নেই।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে বাসস্থান ও খোরাক উভয়টি দিতে হবে। তাঁর দলীল উপরোক্ত আয়াত। কেননা আল্লাহ এখানে বাসস্থান দেয়ার কথা বলেছেন। আর বাসস্থান দিয়ে একজন নারীকে আটকে রাখতে বাধ্য করলে তার খোরাক দেয়া এমনিতেই আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর অন্য আয়াতে গর্ভবতী হলে খোরাক দেয়ার কথা বলায় গর্ভবতীর খোরাকের বিধান প্রমাণিত হয়। গর্ভবতী না হলে খোরাক না দেয়ার হুকুম উক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় না। এছাড়া এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ‘উমার বলেন, لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة : لها النفقة والسكنى ‘‘একজন নারীর কথায় আমরা আমাদের রবের কিতাব এবং নাবীর সুন্নাত ছাড়ব না। তার জন্য খোরাক ও বাসস্থান রয়েছে।’’ (শারহে মুসলিম ৯/১০ খন্ড, হাঃ ১৪৮০; সহীহ ইবনু হিব্বান ১০/৬৩, হাঃ ৪২৫০)

(تَضَعِينَ ثِيَابَكِ) তুমি তোমার কাপড় রাখবে। এখানে ‘ইদ্দত পালনকালীন সময়ের একটি বিধান বলে দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ ‘ইদ্দত পালনকালে তুমি সাজ-সজ্জার কোনো কাপড় পরিধান করবে না বরং তা রেখে দিয়ে অন্য সাধারণ

কাপড় পরিধান করবে।

(أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني) অর্থাৎ মু‘আবিয়াহ্ এবং আবূ জাহ্ম আমাকে বিবাহের জন্য প্রস্তাব পাঠালেন।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, কেউ কাউকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে অন্য কেউ প্রস্তাব দিতে কোনো সমস্যা নেই। যেমন এখানে আবূ জাহম এবং মু‘আবিয়াহ্ দু’জনের বিবাহের প্রস্তাব দেয়ার কথা এসেছে। অথচ অন্য হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتّٰى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ) “ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয় যতক্ষণ না সে বিবাহ করবে বা ছেড়ে দেয়।” (সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : বিবাহ, অনুচ্ছেদ : বিয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়া, হাঃ ৪৭৪৭)

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, কারো প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেয়া বৈধ নয়। ‘উলামায়ে কিরাম উভয় হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান এভাবে করেন যে, বিবাহের প্রস্তাব দেয়ার পর তারা যদি একে অপরের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং কথাবার্তা মোটামুটি পাকাপাকির পর্যায়ে চলে যায়, এমতাবস্থায় অন্য কারো জন্য প্রস্তাব দেয়া জায়িয নয়। এর আগে যেমন কেউ ভালো প্রস্তাবের অপেক্ষায় থাকার কারণে কাউকে কোনো ধরনের কথা দিচ্ছে না, এমতাবস্থায় প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দিতে কোনো সমস্যা নেই।

(فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ) সে তার কাঁধ থেকে লাঠি সরায় না। এর দ্বারা দু’টি উদ্দেশ্য হতে পারে। এক. সে অধিক সফর করে এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সফরের সময় লাঠি সাথে রাখার নিয়ম তাদের ছিল। দুই. ‘সে অধিক প্রহারকারী’ এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা। এখানে এই অর্থই উদ্দেশ্য; কেননা অন্য বর্ণনায় রয়েছে (انه ضراب للنساء) অর্থাৎ সে মেয়েদেরকে খুব প্রহারকারী।

এ হাদীস থেকে আমরা আরো বুঝতে পারি যে, বিবাহের পূর্বে স্বামী বা স্ত্রী সম্পর্কে কেউ জানতে চাইলে তার দোষ বলা গীবাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা হাদীসে রয়েছে (الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ) অর্থাৎ পরামর্শ চাওয়া হয় এমন ব্যক্তির কাছে আমানত কাম্য। (তিরমিযী- অধ্যায় : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদ : পরামর্শ চাওয়া হয় এমন ব্যক্তির কাছে আমানত কাম্য, হাঃ ২৭৪৭)

অতএব স্বামী বা স্ত্রী কারো ব্যাপারে কেউ জানতে চাইলে তাদের ভিতর বাস্তব কোনো দোষ থাকলে তা বলে দেয়া কর্তব্য। যাতে দোষ না জেনে বিয়ের পরবর্তীতে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এ ক্ষেত্রে পরামর্শদাতাকে অত্যন্ত সতর্কতার দিকে লক্ষ্য রেখে একমাত্র বাস্তব ক্ষতিকারক দোষটিই বলার অনুমোদন থাকবে। অতিরিক্ত বা মিথ্যা কিছু বললেই আমানাতের খিয়ানাতকারী বলে গণ্য হবে।

এ হাদীস থেকে আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি দারিদ্রের বিষয়টি লক্ষ্য রেখেছেন। অতএব যার কাছে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ পরিমাণ সম্পদ নেই তার বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা দোষের কিছু নয়। হাদীসে এমন ব্যক্তির জন্য বিয়ে না করে সওম পালনের পরামর্শ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّه أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنّه لَه وِجَاءٌ

“হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিয়ে করে। কেননা, বিবাহ তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও যৌনতাকে সংযমী করে এবং যাদের বিবাহ করার সামর্থ্য নেই, সে যেন সওম পালন করে। কেননা, সওম তার যৌনতাকে দমন করবে।” (সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : বিবাহ, অনুচ্ছেদ : যার বিয়ের সামর্থ্য নেই সে সওম পালন করবে, হাঃ ৪৬৭৮)

কুরআনেও এদিক ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “যারা বিবাহে সামর্থ্য নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন”- (সূরা আল আহযাব ৩৩ : ২৪)। (মিরকাতুল মাফাতীহ; শারহে মুসলিম ৯/১০ খন্ড, হাঃ ১৪৮০)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আবূ সালামাহ্ ইবনু আবদুর রাহমান (রহঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=68651

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন